মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

এপ্রিল-জুন, ২০১৭

গবেষণা বিভাগ

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদনটি গবেষণা বিভাগের অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন মন্তব্য/পরামর্শ থাকলে ই-মেইল (arjina.efa@bb.org.bd; golam.moula@bb.org.bd) এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

প্রতিবেদন প্রস্তুত কমিটি

প্রধান সমন্বয়কারী

ডঃ মোঃ আখতারুজ্জামান

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা

সমন্বয়কারী

মাহফুজা আকতার

মহাব্যবস্থাপক

সদস্য

মুহঃ গোলাম মওলা

উপ-মহাব্যবস্থাপক

আরজিনা আক্তার ইফা

যুগ্ম-পরিচালক

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(এপ্রিল-জুন, ২০১৭)

অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির চলমান গতিধারার প্রেক্ষাপটে ২০১৭ অর্থবছরের প্রথমার্ধে ঘোষিত মুদ্রানীতি কার্যক্রমের অর্জনগুলোর আলোকে দ্বিতীয়ার্ধের জন্য মুদ্রানীতি কার্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৬.৪ শতাংশ এবং এর মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৬.৫ শতাংশ যার বিপরীতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১১.১৬ শতাংশ ও ১৫.৬৬ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবাহের এই পরিমিতি মূল্যস্ফীতি হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৭ এর জন্য অনুমিত উর্ধ্বসীমা ৫.৮ শতাংশ এর বিপরীতে জুন ১৭ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৪৪ শতাংশ। রপ্তানি প্রবৃদ্ধি মন্থর ও রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি নিম্নগামী হওয়ার পাশাপাশি আমদানী প্রবৃদ্ধি গতিলাভ করায় বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য এর চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত ক্রমে হ্রাস পেয়ে জুন ২০১৭ শেষে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮২.০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার যা টাকার ওপর অতিমূল্যায়ন চাপ উপশম করে রপ্তানীকারকদের প্রতিযোগিতার সামর্থ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক অবদান রাখবে।

২। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা যোগান (M2) ঃ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা যোগান পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৯৬৪৮.২২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৫.৩১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১০১৬০.৭৭ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে এ প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১.১৩ শতাংশ এবং ৭.৪১ শতাংশ (সংযোজনী দ্রষ্টব্য)। মুদ্রা যোগান এর উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণথেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে মেয়াদি ও তলবি আমানত এর প্রবৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১.৮১ শতাংশ ও ১৫.৮৭ শতাংশ। এ সময়ে জনগণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রার (Currency outside banks) পরিমাণ ২০.৫৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে মাত্র ০.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন ২০১৭ (জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০১৭) শেষে মুদ্রা যোগানের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১০.৮৮ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১৬.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল (চিত্র-১)।

চিত্র-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

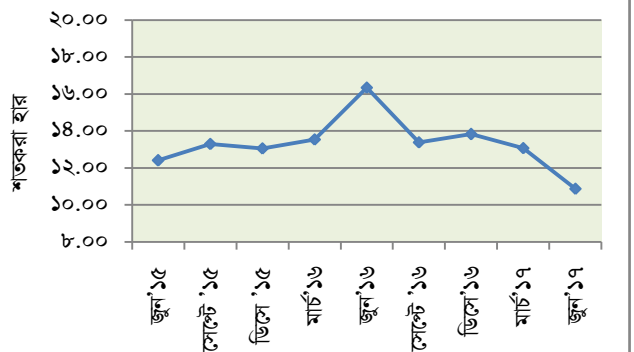

চিত্র-২ঃ বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

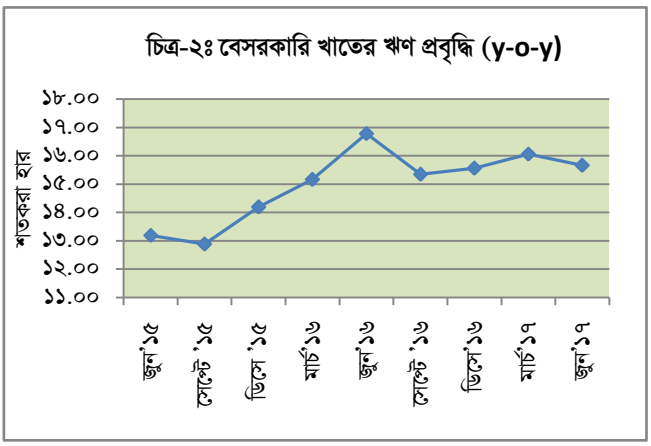

অভ্যন্তরীণ ঋণঃ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক শেষের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৮৪৫২.৪১ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৫.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৮৯০৬.৭৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১.৫৯ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন ২০১৭ (জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০১৭) শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১১.১৬ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১৪.২২ শতাংশ।

অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ[১] এর স্থিতি ৭.৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৮.৪৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন ২০১৭ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ এর স্থিতি ১৪.৭৮ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ৩.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে অন্যান্য সরকারি খাতে ঋণ[১] ৬.০৯ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতে ঋণ[১] ৫.০৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৩.০২ শতাংশ এবং ৫.৪৩ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন ২০১৭ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৫.৬৬ শতাংশ যা জুন ২০১৬ শেষে ছিল ১৬.৭৮ শতাংশ (চিত্র-২)। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের ঋণের অংশ জুন ২০১৬ শেষের ৮৩.৭৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১৭ শেষে দাঁড়ায় ৮৭.১৩ শতাংশ।

নীট বৈদেশিক সম্পদ ঃ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA) এর পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ৪.৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৬৫৯.৯৭ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে এ প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২.৭৯ শতাংশ ও ৫.৮১ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন ২০১৭ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ এর পরিমাণ ১৪.১০ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা জুন ২০১৬ শেষে ২৩.২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

রিজার্ভ মুদ্রা ঃ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৯২৬.১৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৬.৬৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২২৪৬.৫৯ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে এ প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ০.৫৮ শতাংশ এবং ১৯.৩৫ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ৪৬.৪০ শতাংশ হ্রাস পেলেও নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ ৩.৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণের পরিমাণ ১৩১.৯৭ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৫০.৯২ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন ২০১৭ (জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০১৭) শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণের পরিমাণ ৩.৯৬ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১২৫.৬৩ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন ২০১৭ (জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০১৭) শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪.৩৭ শতাংশ। পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩০.১২ শতাংশ (চিত্র-৩)।

চিত্র-৩ঃ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

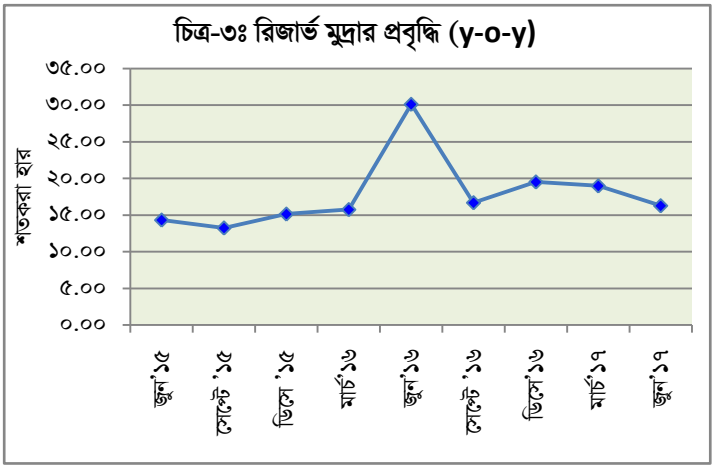

[১] accrued interest সহ

মূল্যস্ফীতি

আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য মূল্য হ্রাসের প্রভাব, অনুকূল আবহাওয়া, বিভিন্ন নীতি সহায়তা, বর্ধিত কৃষি ঋণ বিতরণ ও খাদ্য শষ্যের পর্যাপ্ত ফলন এবং গৃহীত মুদ্রানীতির সতর্ক বাস্তবায়নের সূত্রে চলতি অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি সার্বিকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। বারো মাসের গড়ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি মার্চ'১৭ শেষের ৫.৩৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন'১৭ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৪৪ শতাংশ (চিত্র-৪)। গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতি মার্চ'১৭ শেষের ৫.২০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন'১৭ শেষে দাঁড়িয়েছে ৬.০২ শতাংশ। অপরদিকে, গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি মার্চ'১৭ শেষের ৫.৬৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন'১৭ শেষে দাঁড়িয়েছে ৪.৫৭ শতাংশ। পয়েন্ট-টু-পয়েন্টভিত্তিক সাধারণ মূল্যস্ফীতি মার্চ'১৭ শেষের ৫.৩৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন'১৭ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৯৪ শতাংশ।

চিত্র-৪ঃ সাধারণ মূল্যস্ফীতির ত্রৈমাসিক গতিধারা (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬=১০০)

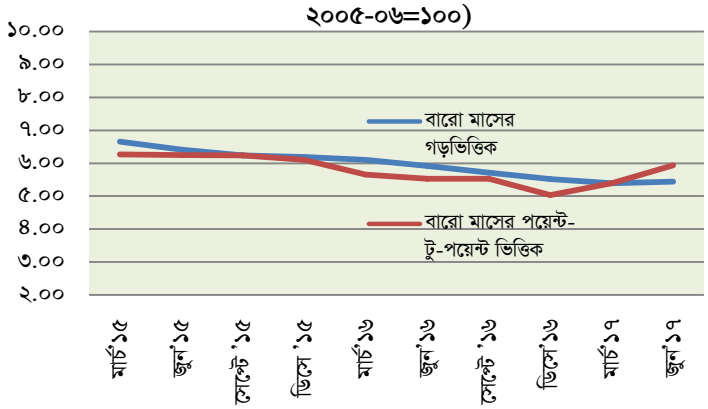

তারল্য পরিস্থিতি ঃ জুন, ২০১৭ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ২২৬৩.৫২ বিলিয়ন টাকা (চিত্র-৫)। এর মধ্যে দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ এর পরিমাণ ১৬০৩.৬১ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৭০.৮৫ শতাংশ), বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা ৫৪৭.০৭ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ২৪.১৭ শতাংশ) এবং নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ১১২.৮৪ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৪.৯৯ শতাংশ) (চিত্র-৬)। উল্লেখ্য, জুন ২০১৬ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ ছিল ২৫৩৪.৮ বিলিয়ন টাকা।

চিত্র-৫ঃ মোট তরল সম্পদ

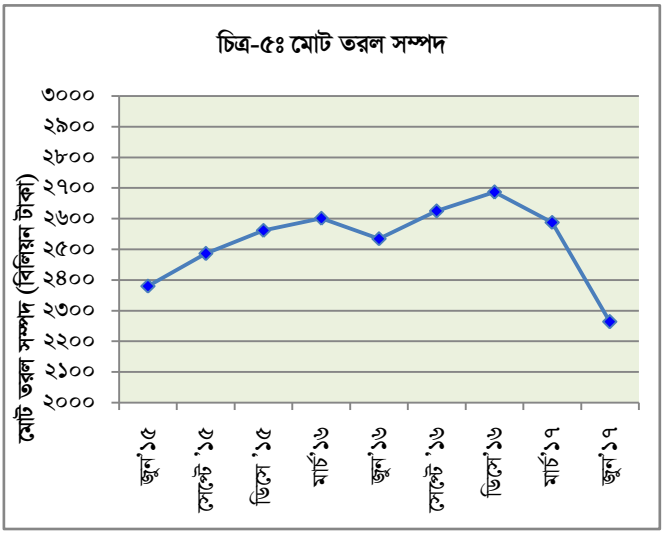

চিত্র-৬ঃ ব্যাংকসমূহের উপাদানভিত্তিক তারল্য পরিস্থিতি (জুন ২০১৭)

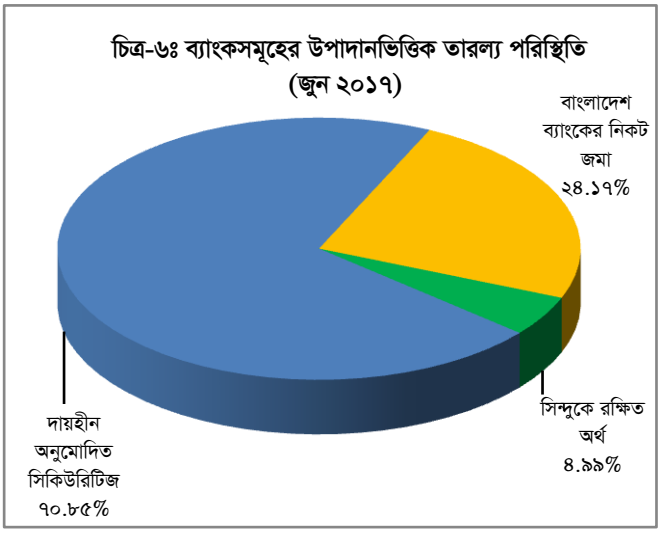

৩। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য পূরণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার তারল্য পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি আন্তঃব্যাংক বাজারে কল মানি রেট স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো এবং রিভার্স রেপো নিলাম পরিচালনা করে এবং প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার পরিবর্তন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার যথাক্রমে শতকরা ৭.২৫ ও ৫.২৫ ভাগ থেকে ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৬.৭৫ ভাগ ও শতকরা ৪.৭৫ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

কল মানি ঃ এপ্রিল-জুন, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে সুদ হার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ১.৭৫ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৪.৫০ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। যে কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কলমানি মার্কেটে সুদ হারের গতিবিধির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংক এর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে মোট ৪০৫২.৮৬ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৩৬৭৪.২২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩৭৮.৬৪ বিলিয়ন টাকা বা ১০.৩১ শতাংশ বেশি।

রেপো ঃ এপ্রিল-জুন, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রেপো এর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও দৈনিক ভিত্তিতে রেপো এর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

রিভার্স রেপো ঃ এপ্রিল-জুন, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রিভার্স রেপো এর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে রিভার্স রেপো এর ১টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নিলামে ১-২ দিন মেয়াদি ১.৫০ বিলিয়ন টাকার ১টি দরপত্র পাওয়া যায় কিন্তু তা গৃহীত হয়নি।

সরকারি ট্রেজারি বিল ঃ এপ্রিল-জুন, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ০৯টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামের মধ্যে শুধুমাত্র ৯১ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৪টি, ৯১ ও ১৮২ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৩টি এবং ৯১ দিন ও ৩৬৪ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ১৫৭.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩৬৫.৫৬ বিলিয়ন টাকার অভিহিত মূল্যের ৬০০টি দরপত্র পাওয়া যায় যার বিপরীতে ১৫২.০৬ বিলিয়ন টাকার ২৩৮টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ দাখিলকৃত দরপত্রের ৪১.৬০ শতাংশ এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ৯৬.৮৫ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ৪.৯৪ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। ডিভল্বমেন্টের হার লক্ষ্যমাত্রার ৩.১৫ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৭) মোট ৯৬.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে দাখিলকৃত ৩১০.৮৬ বিলিয়ন টাকার দরপত্র হতে ৯৬.০০ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়েছিল যা ছিল উক্ত সময়ে দাখিলকৃত দরপত্রের ৩০.৮৮ শতাংশ এবং লক্ষ্যমাত্রার ১০০ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর কোন ডিভল্ব করা হয়নি। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সকল মেয়াদি সরকারি ট্রেজারি বিলের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয়ের পরিসীমা ছিল সর্বনিম্ন ২.৮৫ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৪.৪১ শতাংশ যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ছিল সর্বনিম্ন ২.৮৮ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৩.৫৭ শতাংশ। এপ্রিল-জুন, ২০১৬ ত্রৈমাসিকে এ হারের পরিসীমা ছিল সর্বনিম্ন ৩.২৭ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৫.২৩ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ১৫৭.০০ বিলিয়ন টাকার বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বিল গৃহীত এবং ১১৮.০০ বিলিয়ন টাকার ট্রেজারি বিলের মেয়াদ পূর্তির ফলে ত্রৈমাসিক শেষে (৩০ জুন, ২০১৭) ট্রেজারি বিলের নীট স্থিতি পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের স্থিতি ২১২.৫০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩৯.০০ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২৫১.৫০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের স্থিতি ৩২৭.৮২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৭৬.৩২ বিলিয়ন টাকা কম।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড ঃ এপ্রিল-জুন, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে ২-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০১টি, ৫-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০১টি, ১০-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০১টি এবং ১৫-বছর ও ২০-বছর (একত্রে) মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০১টি সহ মোট ০৪টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত ৪০.০০ বিলিয়ন টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০৫.৩৩ বিলিয়ন টাকার অভিহিত মূল্যের ২৭৮টি দরপত্রের মধ্যে ৩৪.৩১ বিলিয়ন টাকার ১২৫টি দরপত্র গৃহীত হয়। এ সময়ে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ ছিল দাখিলকৃত দরপত্রের ৩২.৫৮ শতাংশ এবং লক্ষ্যমাত্রার ৮৫.৭৮ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ৫.৬৯ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। ডিভল্বমেন্টের হার লক্ষ্যমাত্রার ১৪.২২ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৭) মোট ২৩.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০৪.৭৩ বিলিয়ন টাকার দাখিলকৃত দরপত্রের মধ্যে ২৩.০০ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় এবং কুপন রেটের পরিসীমা ছিল যথাক্রমে ৪.৯০ শতাংশ থেকে ৮.০০ শতাংশ এবং ৪.৪৪ শতাংশ থেকে ৮.৭০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৯১.২৩ বিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৭) শেষের স্থিতির তুলনায় ১৪.০৯ বিলিয়ন টাকা (১.১০ শতাংশ) বেশি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩.৯৬ বিলিয়ন টাকা (১.০৯ শতাংশ) বেশি।

০৭-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ঃ এপ্রিল-জুন, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে ০৭-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ৬০টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ১৭২৯.৮০ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৭৪৯টি দরপত্র পাওয়া যায় যার মধ্যে ১৭২৯.৭০ বিলিয়ন টাকার ৭৪৮টি দরপত্র গৃহীত হয়েছে। গৃহীত দরপত্রের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা ছিল ২.৯৬ শতাংশ থেকে ২.৯৮ শতাংশ। জুন, ২০১৭ শেষে ০৭ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়ায় ৪৮.৪০ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৭) ২৩৭২.৪৫ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৯১৫টি দরপত্রের মধ্যে ২৩৭২.৪০ বিলিয়ন টাকার ৯১৪টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

১৪-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ঃ এপ্রিল-জুন, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে ১৪-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ৫৭টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ৮৪৮.২৬ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যে ২৩১টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয়ের হার ছিল ২.৯৮ শতাংশ। জুন, ২০১৭ শেষে ১৪ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়ায় ১২৯.৭৫ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৭) ৬৪৩.৮৪ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ১৯৫টি দরপত্র পাওয়া যায় যার সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩০-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ঃ এপ্রিল-জুন, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে ৩০-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ৪৪টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে ১৫৭.১৩ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ১১৯টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা ছিল ২.৯৬ শতাংশ থেকে ২.৯৮ শতাংশ। জুন, ২০১৭ শেষে ৩০ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়ায় ৪.৬৬ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৭) ১৯৩.০২ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৯০টি দরপত্রের মধ্যে ১৯২.৫২ বিলিয়ন টাকার ৮৯টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

আমানত ও আগামের সুদ হারঃ জুন ২০১৭ শেষে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৮৪ শতাংশ। মার্চ ২০১৭ এবং জুন ২০১৬ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৫.০১ শতাংশ ও ৫.৫৪ শতাংশ (চিত্র-৭)। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে আগামের (advances) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯.৫৬ শতাংশ। মার্চ ২০১৭ এবং জুন ২০১৬ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৯.৭০ শতাংশ ও ১০.৩৯ শতাংশ (চিত্র-৭)। উল্লেখ্য পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমানত ও ঋণ (আগাম) উভয় সুদ হার হ্রাস পেলেও আমানতের সুদ হার তুলনামূলকভাবে বেশি হারে হ্রাস পাওয়ায় এ সময়ে সুদ হার ব্যবধান ০.০৩ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৭২ শতাংশ।

চিত্র-৭ঃ আমানত ও আগামের সুদ হার

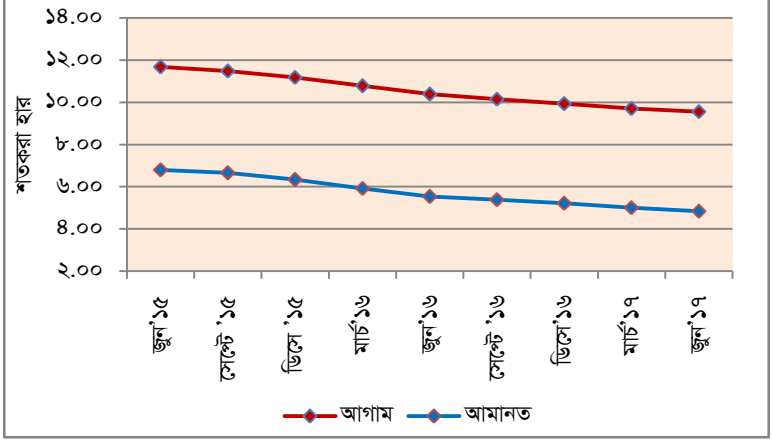

৪। বিনিময় হার পরিস্থিতি ঃ

(ক) নমিনাল বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)ঃ জুন ২০১৭ শেষে টাকা-ডলার বিনিময় হার মার্চ ২০১৭ শেষের ৭৯.৬৮ টাকা থেকে ১.১৪ শতাংশ উপচিতি হয়ে ৮০.৬০ টাকায় দাঁড়ায় (চিত্র-৮)। জুন ২০১৭ শেষে টাকা-ডলার বিনিময় হার পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ২.৭৩ শতাংশ উপচিতি হয়। জুন ২০১৬ শেষে টাকা-ডলারের বিনিময় হার ছিল ৭৮.৪০ টাকা। উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয়ও করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরের এপ্রিল-জুন, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ১২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় করে কিন্তু কোন মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার হতে মোট ৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় এবং ৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করেছিল। উল্লেখ্য, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার হতে মোট ১৯৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় এবং ১৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে।

চিত্র-৮ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

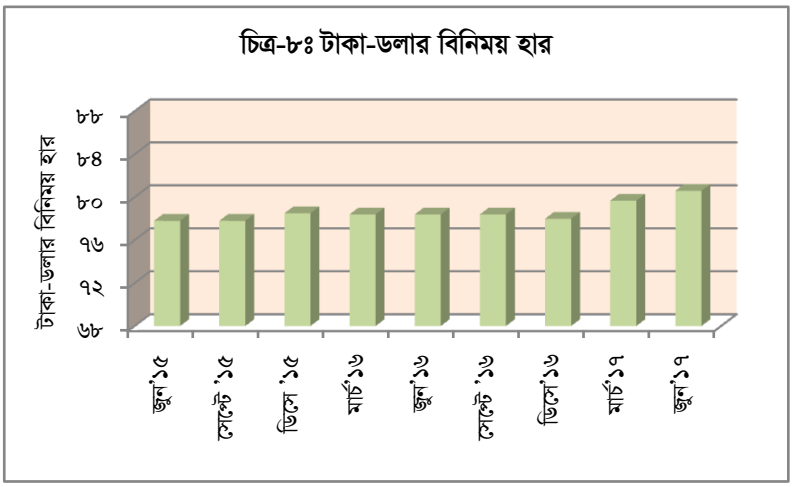

(খ) **প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার** (Real Effective Exchange Rate) ঃ সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী এপ্রিল-জুন, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক মার্চ শেষের ১৪৮.০৪ থেকে ৫.২১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১৪০.৩২ এ দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ১.৩০ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ২.২৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।

৫। বৈদেশিক খাত ঃ এপ্রিল-জুন, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২.৫৯ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৪.৩৯ শতাংশ হ্রাস পায়। এ সময়ে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২.৮৪ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩.৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৮.৫০ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৭.৭০ শতাংশ হ্রাস পায়। এপ্রিল-জুন, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪৩৪[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৬৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এপ্রিল-জুন, ২০১৭ শেষে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৮২[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ হিসাবে ৯০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত ছিল। আলোচ্য সময়ে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৬২৪[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ৫৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ঃ জুন, ২০১৭ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩৪০৬.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চিত্র-৯) যা প্রায় ৮.২ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। উল্লেখ্য, জুন ২০১৬ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩০১৩৭.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল উক্ত সময়ের প্রায় ৮.২ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৭ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৩২৯৯.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চিত্র-৯ঃ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

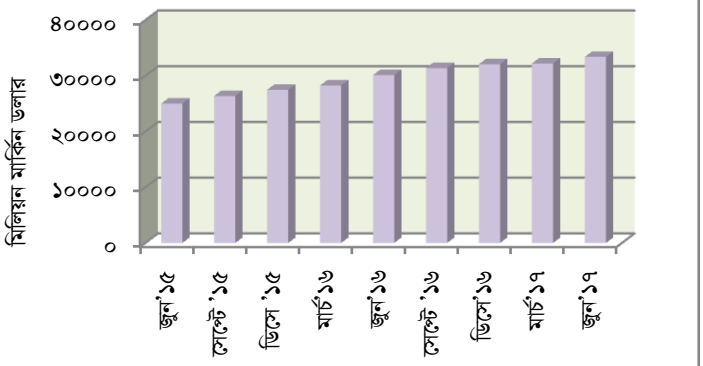

স= সংশোধিত।

অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

এপ্রিল-জুন, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক পরিস্থিতি সংযোজনী-১ এবং অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত কতিপয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

- অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত হিসেবে কৃষি খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি ও প্রকৃত কৃষকের কাছে ঋণ সহজলভ্য করার লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লী ঋণের সুদ হারের ঊর্ধ্বসীমা ১০% এর পরিবর্তে ৯% এ পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।
- ব্যাংকসমূহের ক্রেডিট কার্ড ব্যবসার স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু পরিচালনা এবং সম্পৃক্ত ঝুঁকিসমূহ আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূভাবে মোকাবেলা করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং কতিপয় তফসিলি ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মতামতের ভিত্তিতে প্রণীত গাইডলাইন্সটি (Guidelines on Credit Card Operations of Banks) যথাযথভাবে অনুসরণ ও পরিপালন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- তফসিলি ব্যাংকসমূহের গ্রাহক রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট মামলার তথ্যাদি এবং এ বিষয়ক গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিক সমাপ্তীর পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের নীতি ও অর্থিক প্রণোদনা শাখা এবং লিটিগেশন উইং এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এর ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগকে অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক কর্তৃক আইসিটি সেবা সম্পৃক্ত আয় আন্তর্জাতিক কার্ডের মাধ্যমে দেশে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- আইটি/সফট্ওয়্যার প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রকৃত ব্যয় মেটানোর জন্য তাদের রেমিটেবল সীমাকে ২০০০০ মার্কিন ডলার থেকে ২৫০০০ মার্কিন ডলারে বর্ধিত করার পাশাপাশি আইটি/সফট্ওয়্যার প্রতিষ্ঠানের মনোনিত কর্মকর্তার জন্য আন্তর্জাতিক কার্ড ইস্যু করার সীমা ২০০০ মার্কিন ডলার থেকে ২৫০০ মার্কিন ডলারে বর্ধিত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশী মালিকানাধীন/শাসিত কোম্পানিগুলোর টাকায় Working Capital Loan এর প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে এরূপ কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত কমার্সিয়াল পেপার নিবাসী ব্যক্তি/কোম্পানিকে ক্রয় করার জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

উপসংহার

সর্বোপরি, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মুদ্রানীতির গৃহীত ব্যবস্থাদির কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি (এম২, অভ্যন্তরীণ ঋণ, রির্জাভ মানি ইত্যাদি) মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক ছিল। তবে, বিশ্ব বাজারে জ্বালানী তেলের মূল্য হ্রাসসহ নানাবিধ কারণে রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি নিম্নগামী থাকলেও মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের শ্রম বাজারে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ায় তা শীঘ্রই নিরসন হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। অপরদিকে, ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের মাত্রা প্রতিবেশী ও তুলনীয় দেশগুলোর চেয়ে বেশি থাকায় তা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে মুদ্রানীতি কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক খাতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ; যেমন ঋণ শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত নির্দেশনা কঠোরকরণ, অনসাইট ও অফসাইট সুপাভিশন জোরদারকরণ এবং কর্পোরেট সুশাসন ও জবাবদিহিতার ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

গবেষণা বিভাগ

(অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ)

কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক অবস্থা এপ্রিল-জুন, ২০১৭

সংযোজনী

(বিলিয়ন টাকায়)

	জুন ২০১৭	মার্চ ২০১৭	ডিসেম্বর ২০১৬	জুন ২০১৬	মার্চ ২০১৬	জুন ২০১৫	প রি ব র্ত ন স মূ হ				
							মার্চ'১৭ এর	ডিসেম্বর'১৬ এর	মার্চ'১৬ এর	জুন' ১৬ এর	জুন' ১৫ এর
							তুলনায় জুন'১৬	তুলনায় মার্চ '১৭	তুলনায় জুন' ১৬	তুলনায় জুন' ১৭	তুলনায় জুন'১৬
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৬৫৯.৯৭	২৫৪১.৪৬	২৪৭২.৪৮	২৩৩১.৩৬	২২০৩.২৮	১৮৯২.২৯	১১৮.৫১	৬৮.৯৮	১২৮.০৮	৩২৮.৬১	৪৩৯.০৭
							(৪.৬৬)	(২.৭৯)	(৫.৮১)	(১৪.১০)	(২৩.২০)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	৭৫০০.৮০	৭১০৬.৭৬	৭০৬৮.০৬	৬৮৩২.৪২	৬৩২৮.৫৭	৫৯৮৩.৮৫	৩৯৪.০৪	৩৮.৭০	৫০৩.৮৫	৬৬৮.৩৮	৮৪৮.৫৭
							(৫.৫৪)	(০.৫৫)	(৭.৯৬)	(৯.৭৮)	(১৪.১৮)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	**৮৯০৬.৭৩**	**৮৪৫২.৪১**	**৮৩২০.৩৯**	**৮০১২.৮০**	**৭৫৩৪.৯০**	**৭০১৫.২৭**	৪৫৪.৩২	১৩২.০২	৪৭৭.৯০	৮৯৩.৯৩	৯৯৭.৫৩
							(৫.৩৮)	(১.৫৯)	(৬.৩৪)	(১১.১৬)	(১৪.২২)
i) সরকারি খাত (নীট)	৯৭৩.৩৪	৯০৩.১২	৯৮৬.৩৯	১১৪২.২০	৯৯৭.৭৮	১১০২.৫৭	৭০.২২	-৮৩.২৭	১৪৪.৪২	-১৬৮.৮৬	৩৯.৬৩
							(৭.৭৮)	-(৮.৪৪)	(১৪.৪৭)	-(১৪.৭৮)	(৩.৫৯)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	১৭২.৮০	১৬২.৮৮	১৬৩.৮	১৬০.৫১	১৭২.৭০	১৬৬.৭০	৯.৯২	-০.৯২	-১২.১৯	১২.২৯	-৬.১৯
							(৬.০৯)	-(০.৫৬)	-(৭.০৬)	(৭.৬৬)	-(৩.৭১)
iii) বেসরকারি খাত	৭৭৬০.৫৯	৭৩৮৬.৪১	৭১৭০.২	৬৭১০.০৯	৬৩৬৪.৪২	৫৭৪৬.০০	৩৭৪.১৮	২১৬.২১	৩৪৫.৬৭	১০৫০.৫০	৯৬৪.০৯
							(৫.০৭)	(৩.০২)	(৫.৪৩)	(১৫.৬৬)	(১৬.৭৮)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-১৪০৫.৯৩	-১৩৪৫.৬৫	-১২৫২.৩৩	-১১৮০.৩৮	-১২০৬.৩৩	-১০৩১.৪২	-৬০.২৮	-৯৩.৩২	২৫.৯৫	-২২৫.৫৫	-১৪৮.৯৬
							(৪.৪৮)	(৭.৪৫)	-(২.১৫)	(১৯.১১)	(১৪.৪৪)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	**১০১৬০.৭৭**	**৯৬৪৮.২২**	**৯৫৪০.৫৪**	**৯১৬৩.৭৮**	**৮৫৩১.৮৫**	**৭৮৭৬.১৪**	৫১২.৫৫	১০৭.৬৮	৬৩১.৯৩	৯৯৬.৯৯	১২৮৭.৬৪
							(৫.৩১)	(১.১৩)	(৭.৪১)	(১০.৮৮)	(১৬.৩৫)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	২৪০০.৭৯	২০২৬.০৯	২০৪৪.৪৬	২১২৪.৩১	১৭১৪.৯৭	১৬০৮.১৪	৩৭৪.৭০	-১৮.৩৭	৪০৯.৩৪	২৭৬.৪৮	৫১৬.১৭
							(১৮.৪৯)	-(০.৯০)	(২৩.৮৭)	(১৩.০২)	(৩২.১০)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	১৩৭৫.৩২	১১৪১.০৯	১১৩১.৫৩	১২২০.৭৫	৯৬৫.৯৬	৮৭৯.৪১	২৩৪.২৩	৯.৫৬	২৫৪.৭৯	১৫৪.৫৭	৩৪১.৩৪
							(২০.৫৩)	(০.৮৪)	(২৬.৩৮)	(১২.৬৬)	(৩৮.৮১)
ii) তলবি আমানত	১০২৫.৪৭	৮৮৪.৯৯	৯১২.৯৩	৯০৩.৫৬	৭৪৯.০১	৭২৮.৭৩	১৪০.৪৮	-২৭.৯৪	১৫৪.৫৫	১২১.৯১	১৭৪.৮৩
							(১৫.৮৭)	-(৩.০৬)	(২০.৬৩)	(১৩.৪৯)	(২৩.৯৯)
খ) মেয়াদি আমানত	৭৭৫৯.৯৮	৭৬২২.১৪	৭৪৯৬.০৮	৭০৩৯.৪৭	৬৮১৬.৮৮	৬২৬৮.০০	১৩৭.৮৪	১২৬.০৬	২২২.৫৯	৭২০.৫১	৭৭১.৪৭
							(১.৮১)	(১.৬৮)	(৩.২৭)	(১০.২৪)	(১২.৩১)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	২২৪৬.৫৯	১৯২৬.১৩	১৯১৪.৯৮	১৯৩২.০১	১৬১৮.৮২	১৪৮৪.৮৩	৩২০.৪৬	১১.১৫	৩১৩.১৯	৩১৪.৫৮	৪৪৭.১৮
							(১৬.৬৪)	(০.৫৮)	(১৯.৩৫)	(১৪.৩৭)	(৩০.১২)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৫১৩.২৭	২৪২৩.৬৯	২৩৫৫.৩৯	২১৮৯.০৪	২০৭৪.১৮	১৭৭৪.০১	৮৯.৫৮	৬৮.৩০	১১৪.৮৬	৩২৪.২৩	৪১৫.০৩
							(৩.৭০)	(২.৯০)	(৫.৫৪)	(১৪.৮১)	(২৩.৪০)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-২৬৬.৬৮	-৪৯৭.৫৬	-৪৪০.৪১	-২৫৭.০৩	-৪৫৫.৩৬	-২৮৯.১৮	২৩০.৮৮	-৫৭.১৫	১৯৮.৩৩	-৯.৬৫	৩২.১৫
							-(৪৬.৪০)	(১২.৯৮)	-(৪৩.৫৫)	(৩.৭৫)	-(১১.১২)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত	১২৯.৭৮	-২.১৯	৪৮.৭৩	১৩৩.৭৪	৪৭.২৪	৮.১১	১৩১.৯৭	-৫০.৯২	৮৬.৫০	-৩.৯৬	১২৫.৬৩
সরকারি খাতে নীট ঋণ							-(৬০২৬.০৩)	-(১০৪.৪৯)	(১৮৩.১১)	-(২.৯৬)	(১৫৪৯.০৮)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৩৩৪০৬.৬০	৩২২১৫.২০	৩২০৯২.২০	৩০১৩৭.৬০	২৮২৬৫.৯০	২৫০২৫.২০					
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)											
৭। মোট তরল সম্পদ(বিলিয়ন টাকায়)	২২৬৩.৫২	২৫৮৮.০৫	২৬৮৬.৭২	২৫৩৪.৮	২৬০১.৬২	২৩৮০.২৯					
৮। টাকা-ডলার বিনিময় হার	৮০.৬০	৭৯.৬৮	৭৮.০০	৭৮.৪০	৭৮.৪০	৭৭.৮০					
(মাস শেষে)											
৯। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার	১৪০.৩২	১৪৮.০৪	১৪৯.৯৯	১৩৮.৩৩	১৪১.৫১	১৩০.৬২					
(REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০০০-০১)											
১০। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক)	৫.৪৪	৫.৩৯	৫.৫২	৫.৯২	৬.১০	৬.৪১					
(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)											

নোটঃ বন্ধনীভূক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারী পলিসি ডিপার্টমেন্ট ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।